দৈনিক জনকণ্ঠ

২৮/৭/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদিত ভার্সিটির শীর্ষ পর্যায়ে নিয়োগ সংক্রান্ত ১২ ফাইল রিভিউয়ের জন্য প্রধান উপদেষ্টার দফতরে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষপর্যায়ে নিয়োগসংক্রান্ত ১২টি ফাইল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রিভিউ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক আগেভাগে এসব ফাইল অনুমোদন করেন। নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করার সঙ্গে এসব ফাইলের সম্পর্ক না থাকলেও সেগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সারসংক্ষেপ আকারে প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করায় নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে ফাইলগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে যাবার পর সেগুলো চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। নিয়োগপত্র ইস্যু না করে দ্বিতীয় দফায় পর্যালোচনার জন্য ফাইলগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান উপদেষ্টার দফতরে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়।

সূত্র জানায়, যে ১২টি ফাইল গত দু'সপ্তাহ ধরে পড়ে আছে তার মধ্যে রয়েছে দেশের ছয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য নিয়োগ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটে চ্যান্সেলর মনোনীত সদস্য নিয়োগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আরও একজন উপউপাচার্য নিয়োগের জন্য দু'জন অধ্যাপকের নাম পাঠানো হলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী এই পদে কাউকে নিয়োগ দিয়ে যাননি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক দীপক কান্তি চৌধুরীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এ ছাড়া রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ ও রাঙ্গামাটিতে স্থাপিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নজরুল ইসলামের মেয়াদ আগামী ২২ আগস্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পাবার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫/৬ অধ্যাপক জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা যায়।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ের কিছু কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে নীতিগত সিদ্ধান্ত তারই অংশ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ এসব পদের নিয়োগ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর দ্বিতীয় দফায় রিভিউ দরকার আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দিয়ে যাবার দু'সপ্তাহ পরও নিয়োগপত্র ইস্যু না হওয়ায় নানা প্রশ্ন ডালপালা বিস্তার করেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার এক কর্মকর্তা জানান, রিভিউ করার জন্য ১২টি ফাইলের সারসংক্ষেপ প্রধান উপদেষ্টার দফতরে পাঠানো হয়েছে। আগামী সপ্তাহে বিষয়টি সুরাহা হবার সম্ভাবনা আছে বলে তিনি জানান।